যায়যায়দিন

তারিখ: 18 OCT 2012
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম: ২

Daily Jaijaidin
Media Bhaban, Love Road, 446/E+F+G
in Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh.
day, 18 October 2012

যায়যায়দিন

বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় মহাসম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে সংগঠনটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয় - ফোকাস বাংলা

ধনীদের নিজ এলাকায় পাঠাগার গড়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

যাযাদি রিপোর্ট

দেশে পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেছেন, এখন আর্থিকভাবে অনেকে শক্তিশালী। যারা আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল- তাদের নিজগ্রামে, উপজেলা ও জেলায় লাইব্রেরি স্থাপন করতে হবে।

বুধবার গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন করে লোকসাহিত্যের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান উপাদানগুলো রক্ষণাবেক্ষণে তাদের (গ্রন্থাগার পেশাজীবী) কার্যকর ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের নিজস্ব ও এদেশে আগমনকারী বিভিন্ন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে অমূল্য সাহিত্য উপকরণ রয়েছে, তা সংরক্ষণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব বাড়াতে হবে।"

আধুনিক বিশ্বে তথ্যকে শক্তি ও উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তথ্য পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। আর তথ্য আধুনিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান উপকরণ।

তথ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দেশের গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রন্থাগারগুলো ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে জ্ঞানপিপাসুরা আরো

পাঠাগার : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

পাঠাগার : প্রধানমন্ত্রীর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সহজে তাদের আয়ত্তে নেটেতে পারবেন।

আমরা গ্রন্থাগার অবকাঠামোরও ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। সব জেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৫ জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়েও গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

গবেষণার সুবিধার্থে এবং গ্রন্থাগারিকদের পেশাগত উন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থাগারের আধুনিকায়নের উদ্যোগের কথাও অনুষ্ঠানে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞানের বিশ্বকোষ এ সুমহান প্রতিষ্ঠানের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছে গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা।

গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজের আনন্দের কথাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

গ্রন্থাগার মুখে লেখক, সুধুক ও পাঠকের সম্মিলনক্ষেত্র। সভ্যতার দর্পণ। একটি দেশের সার্বিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র, বলে অভিমত প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের আগের মেয়াদে পাঠাগার-মহাগ্রন্থাগার গড়ে তোলা হলেও পরে সরকারের অবহেলায় তা আর কার্যকর থাকেনি।

আমরা গ্রন্থাগারনীতি প্রণয়ন করেছিলাম। কিন্তু জোট সরকারের সময় এটি বাস্তবায়িত হয়নি।

বর্তমান সরকার গ্রন্থাগারনীতি যুগপযোগীভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

দেশের সব ইউনিয়নে ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো এবং শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়ানোর তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের জনগণকে ডিজিটাল ডিভাইডমুক্ত করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে গ্রন্থাগার পেশাজীবীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সুস্থ সমাজ সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আধুনিকায়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে পাঠকরা অনলাইনে সেবা পাবেন। শিক্ষার্থীদের তথ্য সেবা দেয়ার জন্য ল্যাব সেন্টার খোলা হয়েছে।'

দেশের সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নবপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮ হাজার সংকলন লাইব্রেরিয়ান পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও শেখ হাসিনা জানান।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির আজীবন সভাপতি হিসেবে বক্তব্য দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আব্দুল কালাম আজাদ। সম্মেলনের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গ্রন্থাগার বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তির গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক নাজিম জামান ভূঁঞা। গ্রন্থাগার বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সমিতির সহ-সভাপতি কাজী আব্দুল মান্নান। আমাদের মধ্যে বক্তব্য দেন সমিতির মহাসচিব মো. মিজানুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্যের পর কাজী আব্দুল মান্নান প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতিমন্ত্রীকে সমিতির পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের কউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।